দেশী হাঁস-মুরগী পালন ব্যবস্থাপনা

আরণ্যক ফাউন্ডেশন

জলবায়ু সহিষ্ণু অংশগ্রহণমূলক বনায়ন প্রকল্পঃ বিকল্প জীবিকায়ন কার্যক্রম
অর্থায়নেঃ বিসিসিআরএফ/বিশ্ব ব্যাংক এবং আরণ্যক ফাউন্ডেশন

দেশী হাঁস-মুরগী পালন ব্যবস্থাপনা

জলবায়ু সহিষ্ণু অংশগ্রহণমূলক বনায়ন প্রকল্প: **বিকল্প জীবিকায়ন কার্যক্রম**

আরণ্যক ফাউন্ডেশন, বাসা নং-২১ (২বি), ওয়েস্টার্ন রোড, বনানী ডিওএইচএস
ঢাকা-১২০৬

আরণ্যক ফাউন্ডেশন

সেপ্টেম্বর, ২০১৬

সূচিপত্র

১ মুরগীর বাসস্থান ও এর ব্যবস্থাপনা
২ দেশী মুরগীর সুষম খাবার
৩ মুরগীর খাবার ও পানির পাত্র
৪ মুরগীর ডিম ফোটানোর পাত্র
৫ মুরগীর কৃমিনাশক
৬ মুরগীর টিকা প্রদান
৭ মুরগীর বাচ্চা পৃথকীকরণ
৮ মুরগীর রাণীক্ষেত
৯ মুরগীর বসন্ত
১০ হাঁস-মুরগীর কলেরা
১১ ডাক প্লেগ / হাঁসের প্লেগ
১২ ডাক ভাইরাল হেপাটাইটিস
১৩ জীব নিরাপত্তার স্বার্থে যা করা উচিত-১
১৪ জীব নিরাপত্তার স্বার্থে যা করা উচিত-২
১৫ জীব নিরাপত্তার স্বার্থে যা করা উচিত নয়
১৬ দলীয় বাজারজাতকরণ

১

মুরগীর বাসস্থান ও এর ব্যবস্থাপনা

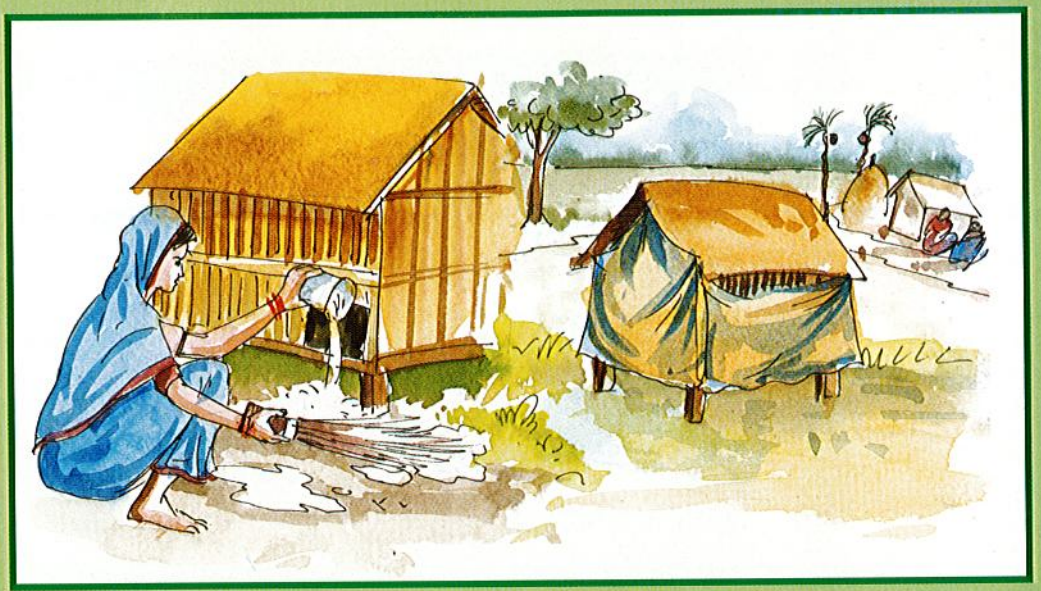

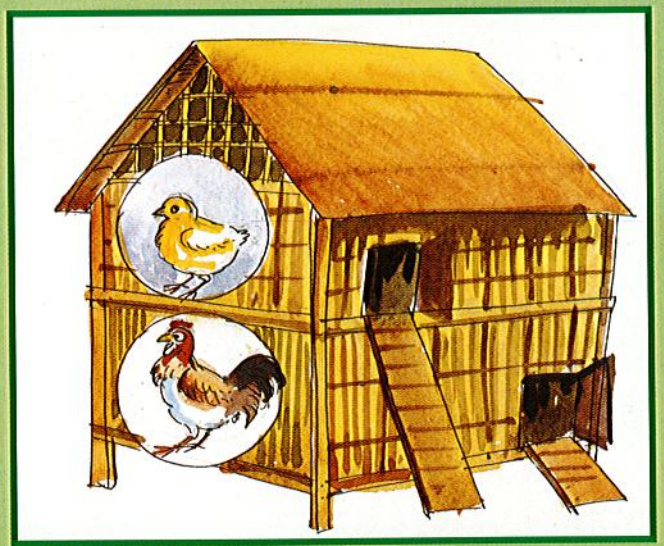

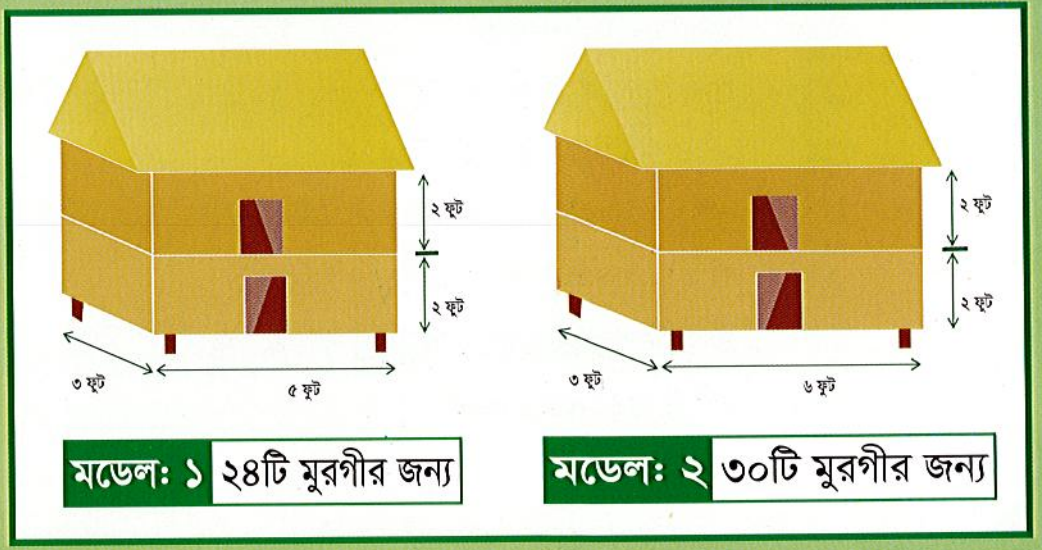

মডেল: ১ ২৪টি মুরগীর জন্য

মডেল: ২ ৩০টি মুরগীর জন্য

মুরগীর বাসস্থান ও এর ব্যবস্থাপনা

দেশী মুরগীর আদর্শ ঘরঃ ঘরটি খোলামেলা, আলো-বাতাস যুক্ত ও স্থানান্তরযোগ্য হবে। ঘরটি আরামদায়ক হবে, ক্ষতিকর ও ইতর প্রাণী প্রবেশ করতে পারবে না, ঝড়-বৃষ্টি থেকে রক্ষা করবে, সহজেই ব্যবস্থাপনা করা যায় এবং এটি স্বাস্থ্যসম্মত হবে।

ঘর তৈরির উপকরণঃ বাঁশ, কাঠ, পেরেক, লোহা, খর/টিন ইত্যাদি।

খরচঃ ২০০০-২৫০০ টাকা

গঠনঃ দু-চালা, যথাসম্ভব খোলামেলা হবে।

ঘরের ব্যবস্থাপনাঃ গ্রীষ্মে ছায়াযুক্ত, বাতাস চলাচল করতে পারে এমন স্থানে স্থাপন করতে হবে। শীতে বাতাসের প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য চার পাশে চট দিতে হবে। উপরের বিষ্ঠা যাতে নিচে না পড়ে এজন্য দ্বিতীয় তলায় মেঝেতে চট বিছিয়ে দিতে হবে। সপ্তাহে কমপক্ষে একবার পরিষ্কার করতে হবে এবং চারপাশে মাঝে মাঝে চুন ছিটিয়ে দিতে হবে। জ্বলোচ্ছ্বাস বা বন্যার পর চারপাশে অবশ্যই চুন দিতে হবে।

দেশী মুরগীর সুষম খাবার

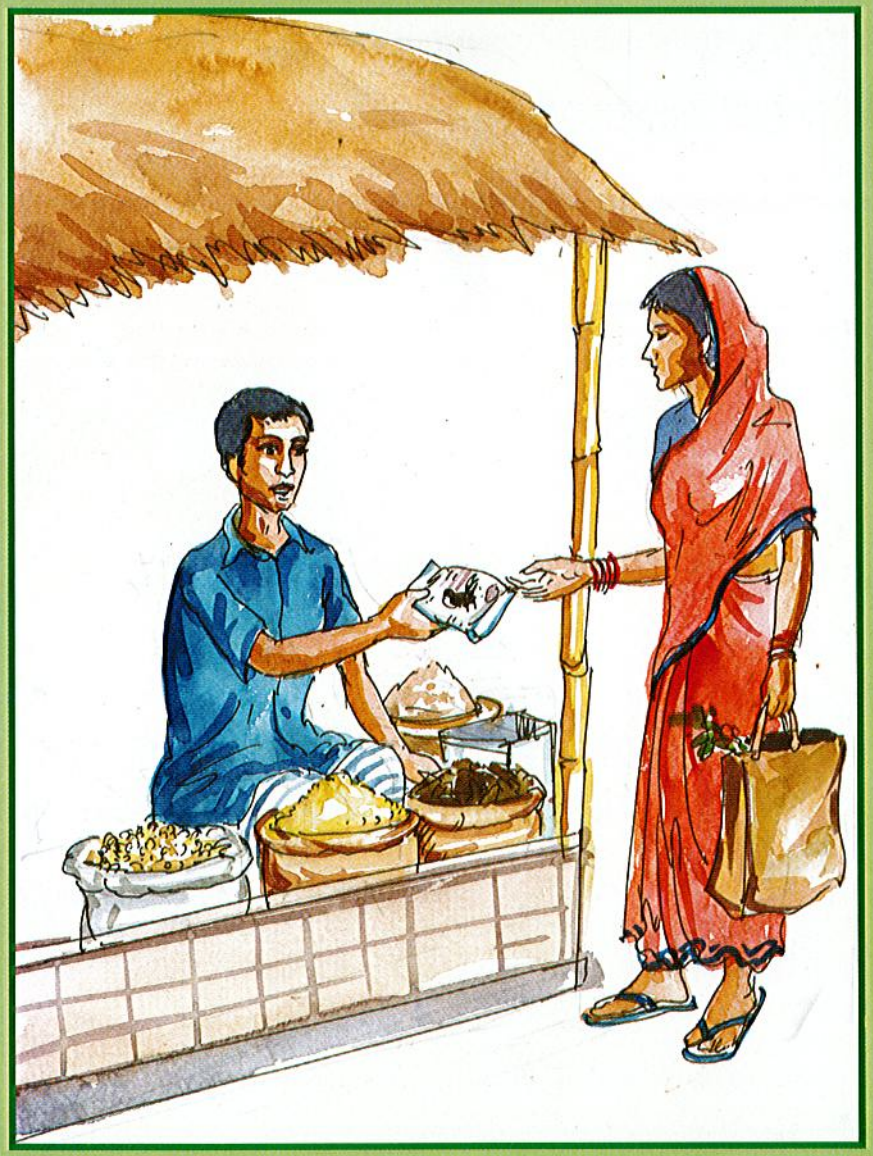

দেশী মুরগীর সুষম খাবার

সুষম খাবারঃ যে খাবারে আমিষ, চর্বি, শর্করা, ভিটামিন, খনিজ লবণ ইত্যাদি উপাদান বিদ্যমান থাকে তাকে সুষম খাবার বলে। বাজারে বিভিন্ন ভালো কোম্পানির তৈরী খাবার সুষম কারণ এতে খাদ্যের সকল উপাদান বিদ্যমান। খাবারটি "লেয়ার স্টাট্রার" হলে ভালো হয়।

খাবার প্রদানের পরিমাণঃ বাড়ন্ত ও বয়স্ক মুরগীর ক্ষেত্রে প্রতিদিন ৬০ গ্রামের বেশী খাবার দেয়া উচিত নয়, তবে ০-৪৫ দিন বয়সের বাচ্চা ও আগাম পৃথকীকরণের পরপর মা-মুরগীকে যথেচ্ছা পরিমান খাবার প্রদান করতে হবে।

খাবার প্রদানের সময়ঃ বয়স্ক ও বাড়ন্তদের ক্ষেত্রে দিনে ২ বার অর্থাৎ সকাল ও বিকেল (সন্ধ্যায় ঘরে উঠার আগে) মিলে মোট ৬০ গ্রাম খাবার প্রদান করতে হবে।

সুষম খাবারের গুরুত্বঃ মুরগীর উৎপাদন ও পুনরোৎপাদন বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর হার হ্রাসে এটি জরুরী।

লক্ষণীয়ঃ খাবার কেনার সময় মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ দেখে কিনতে হবে এবং খাবার একটি পরিষ্কার পাত্রে শুকনো স্থানে রাখতে হবে।

মুরগীর খাবার ও পানির পাত্র

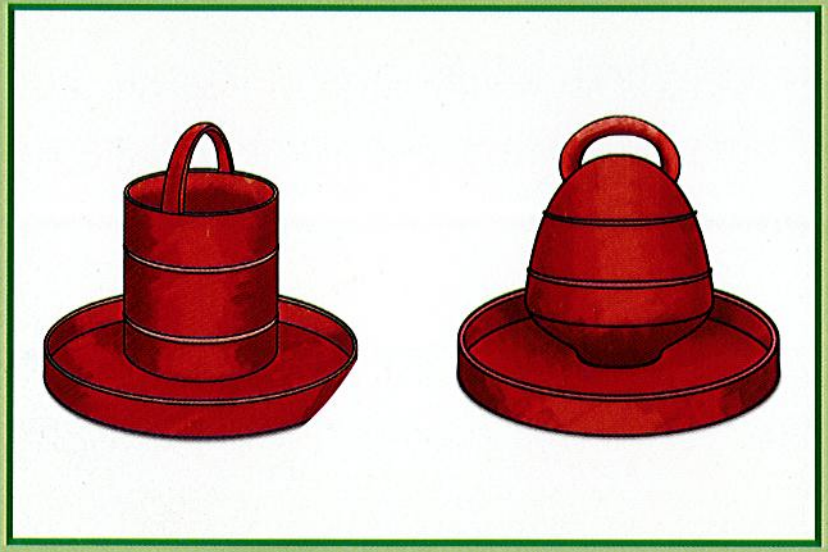

মুরগীর খাবার ও পানির পাত্র

মুরগীর খাবার পাত্রের গুরুত্ব ঃ খাবার প্রদানের জন্য খাবার পাত্র ব্যবহার জরুরী কারণ এতে খাবার কম নষ্ট হয় এবং বিভিন্ন ধরণের রোগবালাইয়ের হাত থেকে মুরগী রক্ষা পায়। বাচ্চাকে সর্বদায় আলাদা পাত্রে খাবার প্রদান করতে হবে। প্রতিটি বাড়িতে কমপক্ষে ২টি খাবার পাত্র থাকা আবশ্যক।

মুরগীর পানির পাত্রের গুরুত্ব ঃ পানি সর্বদা বাড়ির উঠানে পরিষ্কার পাত্রে সরবরাহ করতে হবে। দেশী মুরগী সাধারণত: ডোবা-নলার অপরিষ্কার পানি খেয়ে থাকে ফলে প্রতিনিয়তই রোগাক্রান্ত হয়। রোগ নিয়ন্ত্রণে ও সঠিক পরিপাকের জন্য পরিষ্কার/ফ্রেশ পানি সরবরাহ করতে হবে। বাচ্চাকে আলাদা পাত্রে পানি সরবরাহ করতে হবে। প্রতিটি বাড়িতে কমপক্ষে ২টি পানির পাত্র থাকা আবশ্যক। কৃমিনাশক বা ঔষধ প্রদানে এ ধরণের পাত্র ব্যবহার জরুরী।

মুরগীর ডিম ফোটানোর পাত্র

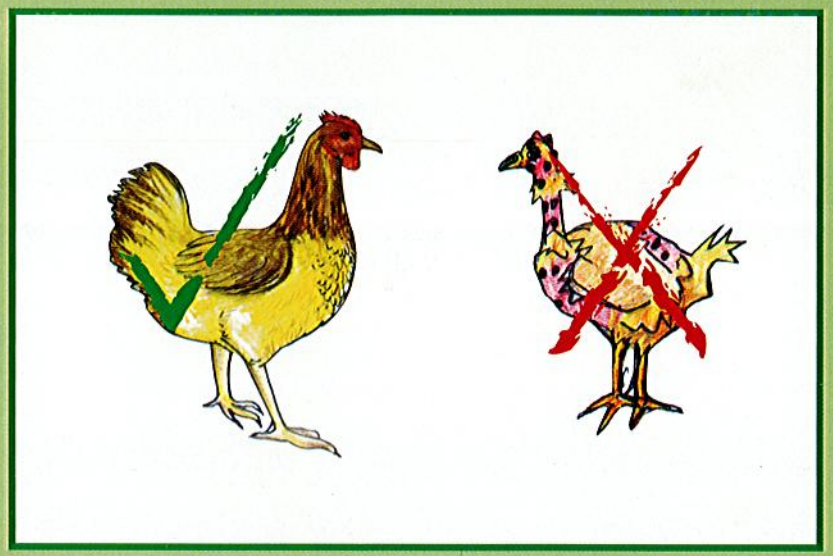

মুরগীর ডিম ফোটানোর পাত্র

ডিম ফোটানোর উন্নত পাত্র ঃ এ ধরনের পটে খাবার ও পানির পাত্র সংযুক্ত থাকবে যাতে কুঁচে মুরগী সহজেই খাবার ও পানি অনায়াসে খায় ও দীর্ঘক্ষণ নিবিষ্টমনে ডিমে তা দেয়। এটি হালকা, ভিতরের ব্যাস ১৫ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ৫-৬ ইঞ্চি হবে।

ডিম বসানোর আগে পাত্রটি রোদে গরম করতে হবে। শুকনো খড় ও তুষ রোদে দিয়ে তারপর ঠান্ডা করে ব্যবহার করতে হবে। খড়টি পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট যুক্ত পানিতে চুবিয়ে রোদে শুকিয়ে ব্যবহার করলে বিভিন্ন ধরণের রোগ বালাই থেকে বাচ্চা রক্ষা পায়

ডিমগুলো উর্বর হবে। গরমকালে ৩-৪ দিন ও শীতে ৭ দিনের বেশি সংরক্ষণ করা হয়েছে এমন ডিম নির্বাচন করা যাবে না। মুরগীর প্রথম ও শেষের দিকে ডিম কখনও বাচ্চা ফোটানোর জন্য নির্বাচন করা যাবে না।

ডিম বসানোর পর হ্যাচিংপটটি নিরিবিলি ও ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। কোন অবস্থায় এটি মুরগীর ঘরে রাখা যাবে না। একটি পাত্রে ১৫-২০টি ডিম বসানো যাবে। রাতে ডিম বসানো উত্তম।

ডিমে তা দেয়ার জন্য পালক যুক্ত, স্বাস্থ্যবান, কুঁচে স্বভাব, উকুন মুক্ত এবং ১-২ বার কুঁচে ধরেছে এমন পূর্ণবয়স্ক মুরগী নির্বাচন করতে হবে।

এ সময় মুরগীকে সুষম, শক্ত ও টাটকা খাবার এবং পরিষ্কার পানি দিতে হবে। ডিম বসানোর ৭ দিন পর ডিম পরীক্ষা করতে হবে।

মুরগীর কৃমিনাশক

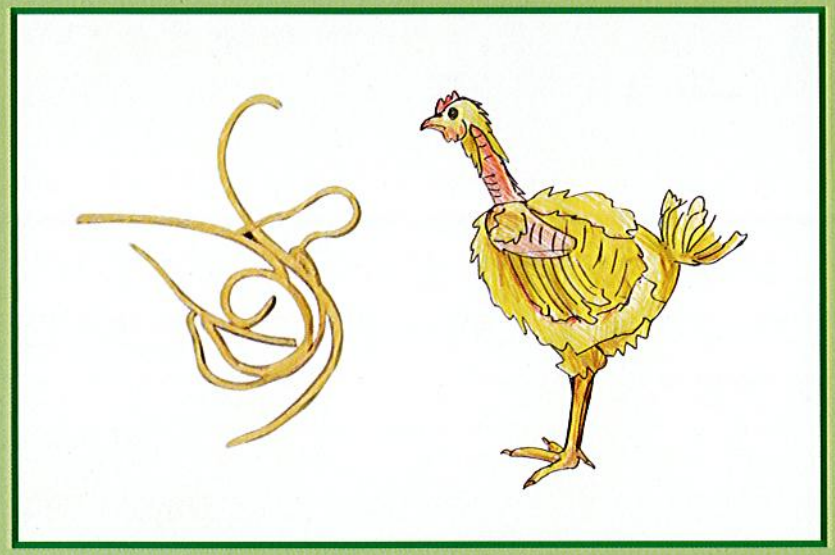

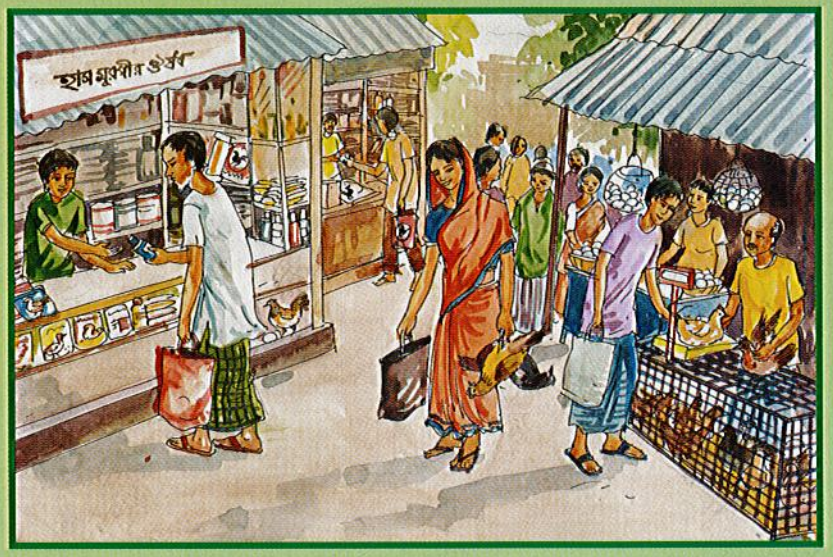

মুরগীর কৃমিনাশক

মুরগীর কৃমিনাশক ঃ মুরগীর উৎপাদন (ডিম ও মাংস) বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি ২ মাস পর পর প্রশিক্ষিত ডাক্তার/সার্ভিস প্রভাইডারের পরামর্শ মোতাবেক মুরগীর কৃমিনাশক প্রদান করতে হবে। ভাত, চাল অথবা পানির সাথে মিশিয়ে কৃমিনাশক খাওয়াতে হয়।

প্রথম ২ মাস বয়সে কৃমিনাশক প্রদান করতে হয়। এরপর প্রতি ২ মাস পরপর প্রদান করলে মুরগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

আক্রান্ত মুরগী উসকো-খুসকো ও হাড্ডিসার মনে হয়। পালক উঠে যায় ও ঝিমায়। অনেক সময় মলের সঙ্গে কৃমি বেড়িয়ে আসে।

অপরিষ্কার পানি, খাদ্য ও বাসস্থান এবং আক্রান্ত মুরগীর মলের মাধ্যমে কৃমি ছড়ায়।

মুরগীর টিকা প্রদান

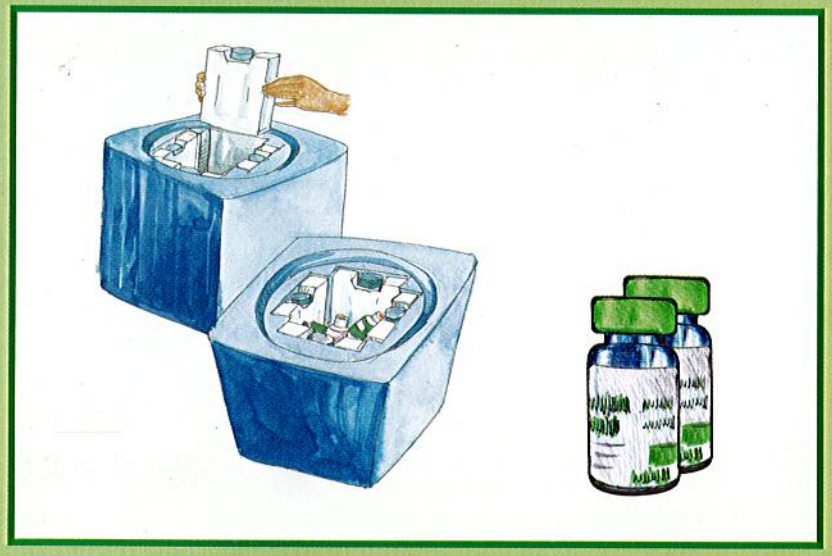

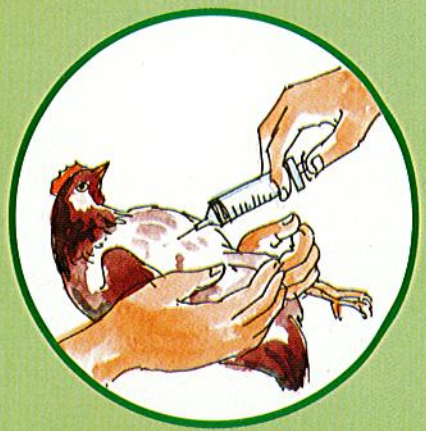

মুরগীর টিকা প্রদান

রোগ-বালাই থেকে রক্ষার জন্য নিম্নোক্ত সূচি অনুযায়ী টিকা দিতে হবে।

- ০৩-০৭ দিন : বাচ্চা রাণীক্ষেত, চোখে
- ২১-২৪ দিন : বাচ্চা রাণীক্ষেত, চোখে
- ৩৫-৩৯ দিন : বসন্ত, ডানার নীচে সুঁচ ফুটিয়ে
- ৫৫-৬০ দিন : রাণীক্ষেত, রানের/বুকের মাংসে প্রদান করতে হবে। এরপর প্রতি ছয় মাস পরপর প্রদান করতে হবে।
- ৭০-৭৫ দিন : কলেরা, রানের/বুকের মাংসে প্রদান করতে হবে।
- ৯০-৯৫ দিন : কলেরা, রানের/বুকের মাংসে প্রদান করতে হবে। এরপর প্রতি ৬ মাস পরপর প্রদান করতে হবে।

কোন ক্রমে অসুস্থ মুরগীর টিকা প্রদান করা যাবে না। সকালে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় বা সামান্য আগে টিকা প্রদান করতে হবে। কোন ক্রমে কড়া রোদে টিকা দেয়া যাবে না। কোম্পানির নির্দেশনা মোতাবেক টিকা প্রদান করতে হবে এবং অবশ্যই কুলচেইন রক্ষা করতে হবে। টিকা গোলানোর পাত্র কাঁচের বা সিরামিকের হতে হবে এবং ব্যবহারের পূর্বে গরম পানিতে ফুটিয়ে নিতে হবে। টিকা গোলানোর সময় কোন ক্রমে ডিটারজেন্ট বা পিপিএম দিয়ে পাত্র ধোয়া যাবে না। একদিনে একই ধরণের টিকা প্রদান করতে হবে।

মুরগীর বাচ্চা পৃথকীকরণ

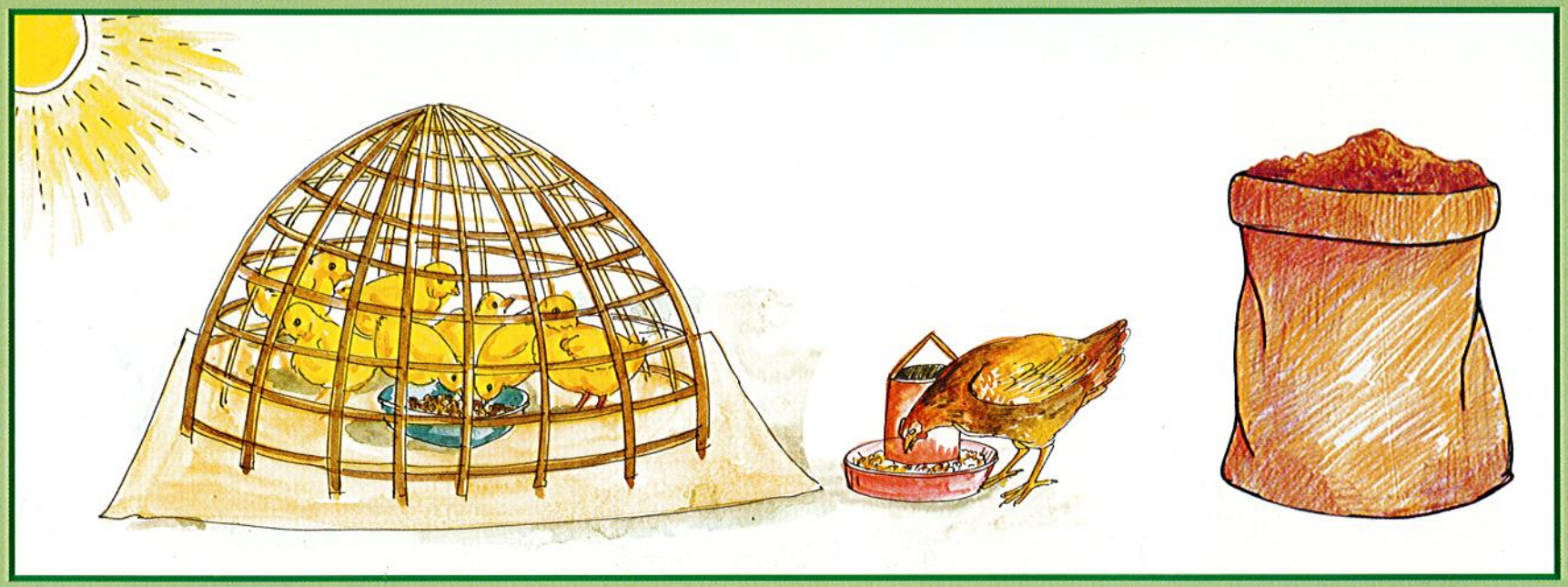

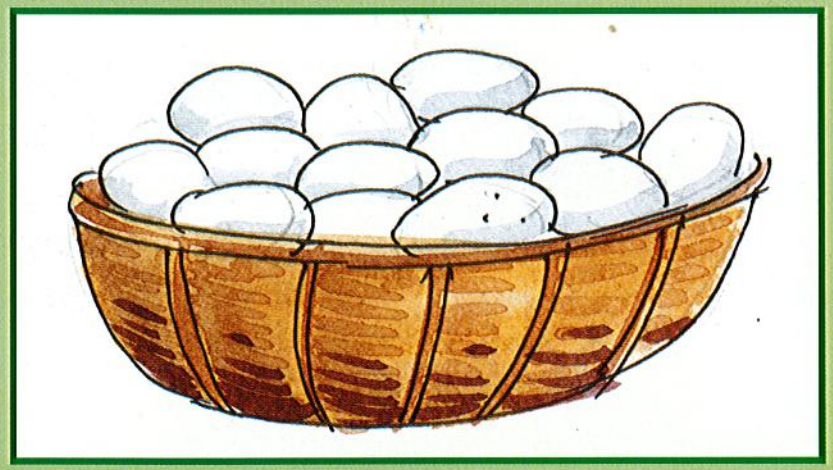

মুরগীর বাচ্চা পৃথকীকরণ

আগাম পৃথকীকরণ ঃ মুরগীর উৎপাদন ও পুনরোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রীষ্মে ৭ দিন এবং শীতে ১৫-৩০ দিন বয়সে পলো ব্যবহার করে "মা" থেকে বাচ্চাগুলোকে পৃথক করতে হয়। বাচ্চাগুলোকে পলোর মধ্যে রেখে মা-মুরগীকে বাহিরে রাখা হয়, এসময় মা ও বাচ্চাগুলোকে পর্যাপ্ত সুষম খাবার ও পরিষ্কার পানি প্রদান করতে হয়।

পৃথকীকরণের ফলে মা-মুরগী ২-৩ দিন পর বেশি পরিমানে খাবার খাওয়া শুরু করে ফলে তাড়াতাড়ি উৎপাদনে ফিরে আসে। পৃথককীরণের পর মা-মুরগীরকে যথেচ্ছা পরিমানে খাবার প্রদান করতে হবে।

শীতকালে বাচ্চাগুলোকে পলোর নীচে একটি চট বিছিয়ে দিতে হবে ও মাঝে মাঝে রোদে রাখতে হবে।

মুরগীর রাণীক্ষেত

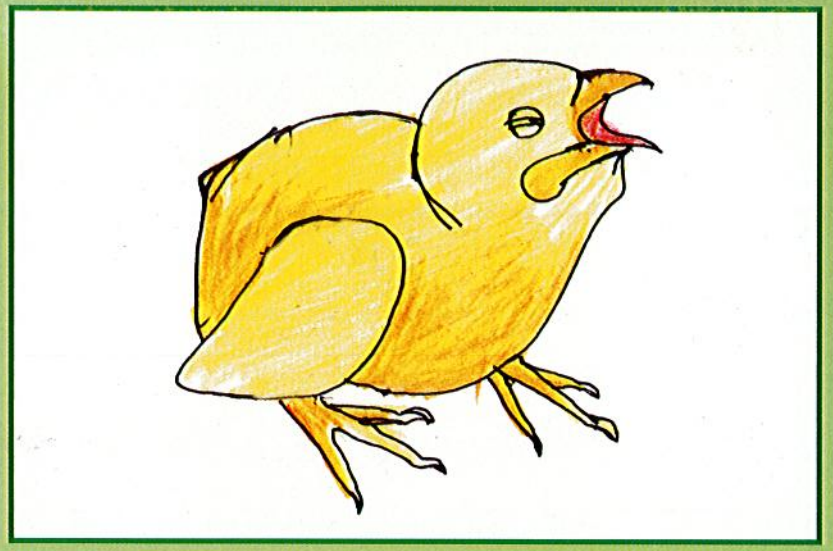

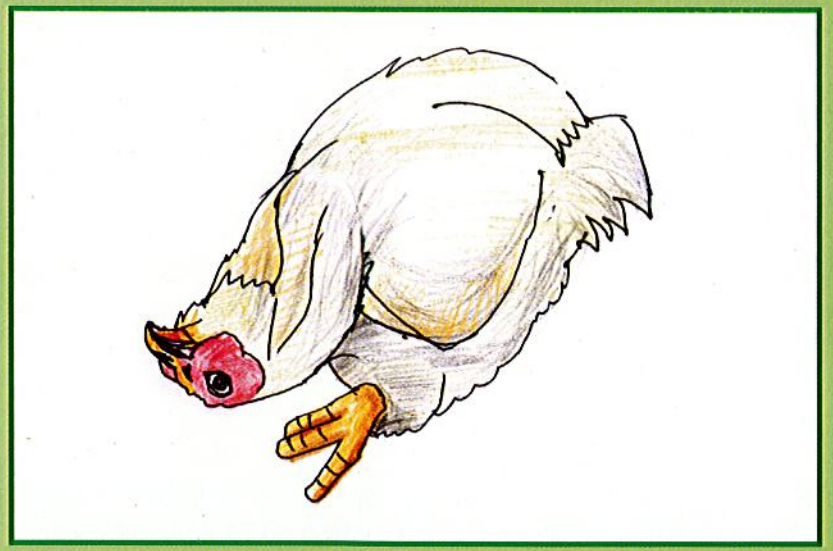

মুরগীর রাণীক্ষেত

রাণীক্ষেত রোগের লক্ষণ ঃ এ রোগে আক্রান্ত মুরগীর নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়-

১. শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা (কাশি)

২. স্নায়ুবিক লক্ষণ (পেশীর কম্পন, ডানা ঝুলে পড়া, মাথা ও ঘাড় মোচরানো, পক্ষাঘাত)।

৩. চোখের চারপাশের টিস্যু ফুলে উঠা।

৪. সবুজাভ পাতলা পায়খানা।

৫. ডিমের খোসা পাতলা হওয়া এবং ডিম উৎপাদন কমে যায়।

প্রতিকার ও প্রতিরোধ ঃ এটি একটি ছোঁয়াচে রোগ। মৃত মুরগীকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। আক্রমনের পূর্বে টিকা প্রদান করতে হবে। টিকাদানকারীকে আক্রান্ত মুরগীর চিকিৎসা করার পর ঐ দিন অন্যকোন বাড়িতে সেবা প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

মুরগীর বসন্ত

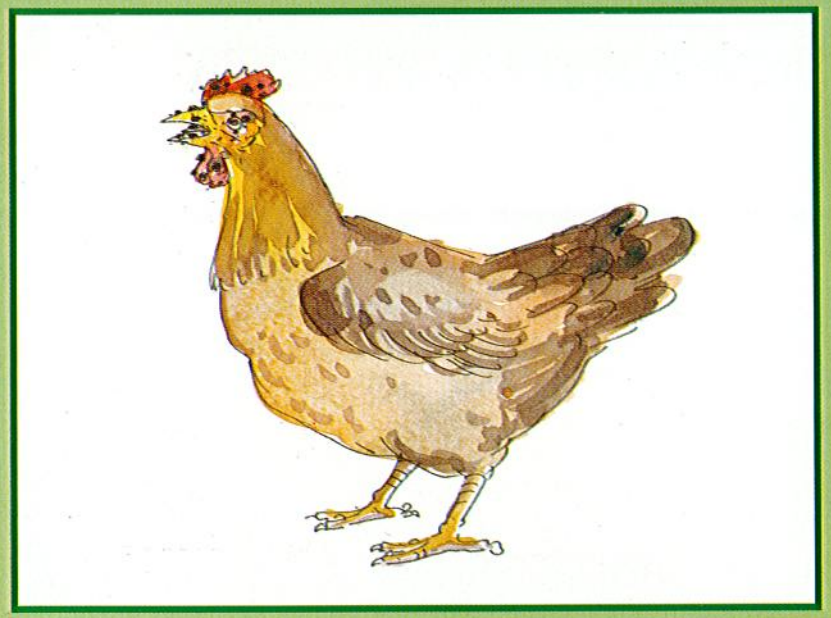

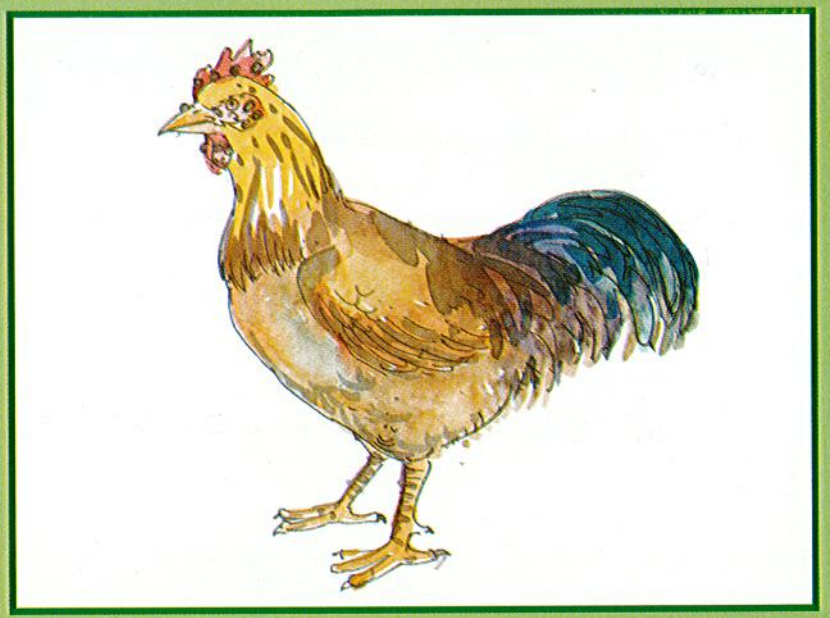

মুরগীর বসন্ত

মুরগীর বসন্ত রোগের লক্ষণ ঃ মুরগীর বসন্ত রোগ হলে নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ দেখা যায়-

১. এ রোগে আক্রান্ত মোরগ-মুরগীর ঝুঁটি, কানের লতি, চোখ, ঠোঁট ও মুখের ভিতর গুটি বা ফোসকা দেয়া যায়।

২. সাধারণতঃ শরীরের পালকহীন স্থানেই এসকল গুটি বেশি হয়।

৩. বয়স্ক মুরগীর চেয়ে বাচ্চা বেশি আক্রান্ত হয় এবং এ রোগে মুরগীর বাচ্চার মৃত্যুর হার বেশী।

৪. মুরগীর ডিম উৎপাদন হ্রাস পায়।

রোগ প্রতিরোধ ঃ বসন্তরোগের টিকা দেয়া আছে এমন ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানো। রোগাক্রান্ত হওয়ার আগে টিকা প্রদান। আক্রান্ত স্থানটিতে পিপিএম দিয়ে ধুয়ে দেয়া এবং এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

হাঁস-মুরগীর কলেরা

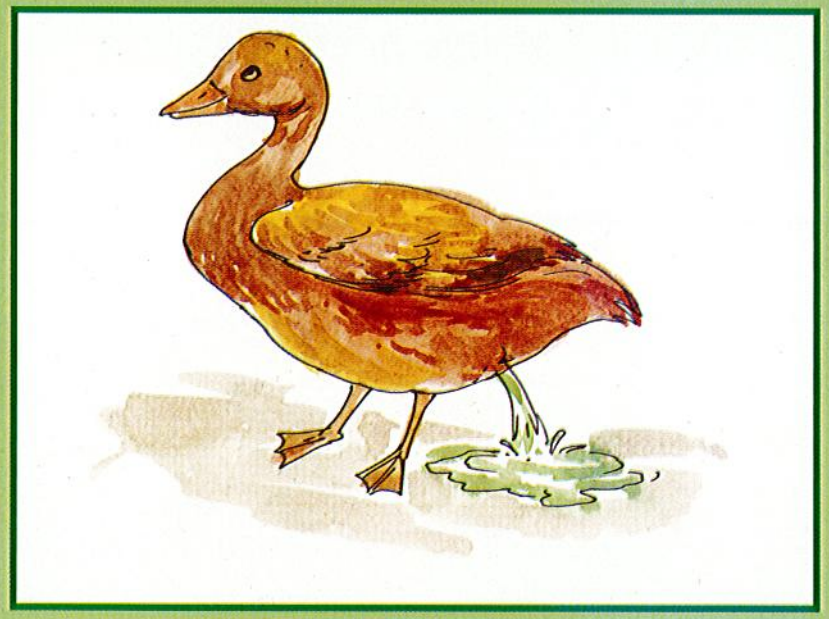

হাঁস-মুরগীর কলেরা

হাঁস-মুরগীর কলেরা রোগের লক্ষণ ঃ এ রোগ হলে নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়-

১. পাতলা সবুজ পায়খানা হয়।

২. আক্রান্ত হাঁস-মুরগীর হাঁটু ও মাথা ফুলে যায়।

৩. মুরগীর মাথার ঝুঁটি ও কানের লতি নীলাভ রং ধারণ করে।

৪. তীব্র প্রকৃতির ক্ষেত্রে হটাৎ মারা যায়, অনেক সময় কিছু দিন ভোগার পর মারা যায়।

রোগ প্রতিরোধ ঃ এটি একটি ছোঁয়াচে রোগ। মৃত মুরগীকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। এই রোগ প্রতিরোধের জন্য ৭৫ দিন বয়সে টিকা প্রদান করতে হবে। টিকাদানকারীকে আক্রান্ত মুরগীর চিকিৎসা করার পর ঐ দিন অন্য কোন বাড়িতে সেবা প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এন্টিবায়োটিক ব্যবহারে এ রোগ ভালো হয়।

হাঁসের প্লেগ/ডাক প্লেগ

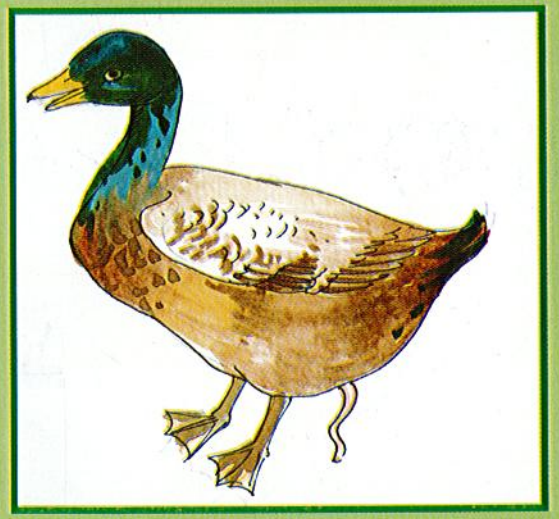

হাঁসের প্লেগ/ডাক প্লেগ

হাঁসের প্লেগ রোগের লক্ষণ ঃ আক্রান্ত হাঁসের নিম্নের লক্ষণসমূহ দেখে সহজেই আলাদা করা যায়-

১. আক্রান্ত হাঁস খুড়িয়ে হাঁটে এবং সাঁতার কাটতে চায় না;
২. সবুজ রংয়ের পাতলা পায়খানা করে;
৩. পানি পিপাসা বৃদ্ধি পায় ও আলো থেকে দূরে থাকতে চায়;
৪. মৃত্যুর হার ক্ষেত্র বিশেষে ১০০% পর্যন্ত হতে পারে;
৫. হাঁসের মাথা নীল রঙের হতে পারে;
৬. পুরুষ হাঁসের পুরুষাঙ্গ বেড়িয়ে আসে;

রোগ প্রতিরোধ ঃ এটি একটি ছোঁয়াচে রোগ। মৃত হাঁস মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। এ রোগে আক্রমনের পূর্বেই ২১-২৮ দিন বয়সে বুকের মাংসে টিকা প্রদান করতে হবে। টিকাদানকারীকে আক্রান্ত হাঁসের চিকিৎসা করার পর ঐ দিন অন্যকোন বাড়িতে সেবা প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

ডাক ভাইরাল হেপাটাইটিস

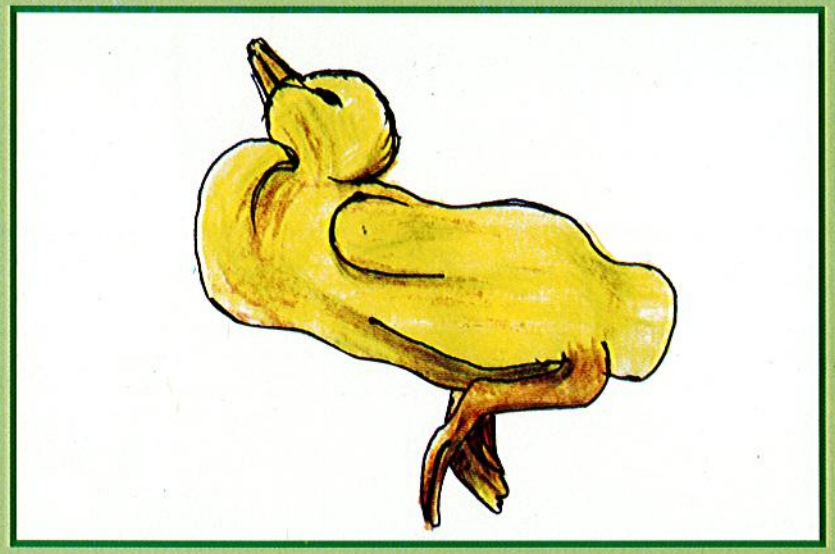

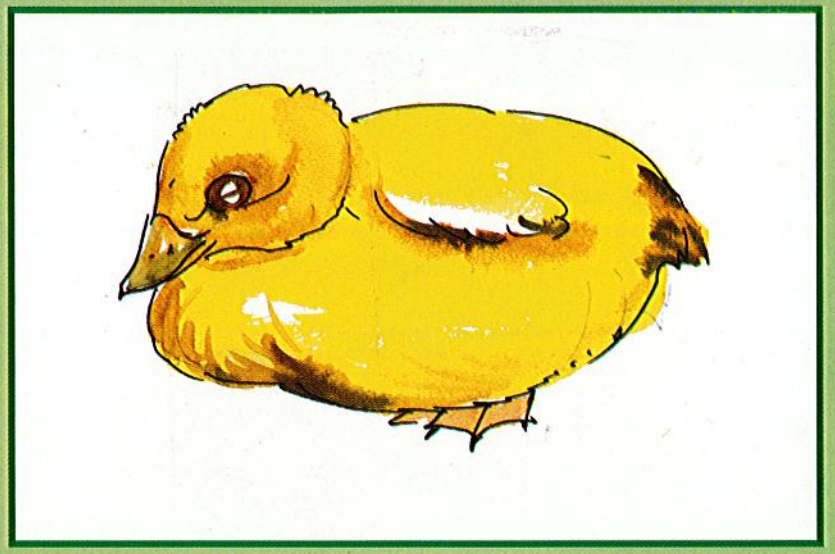

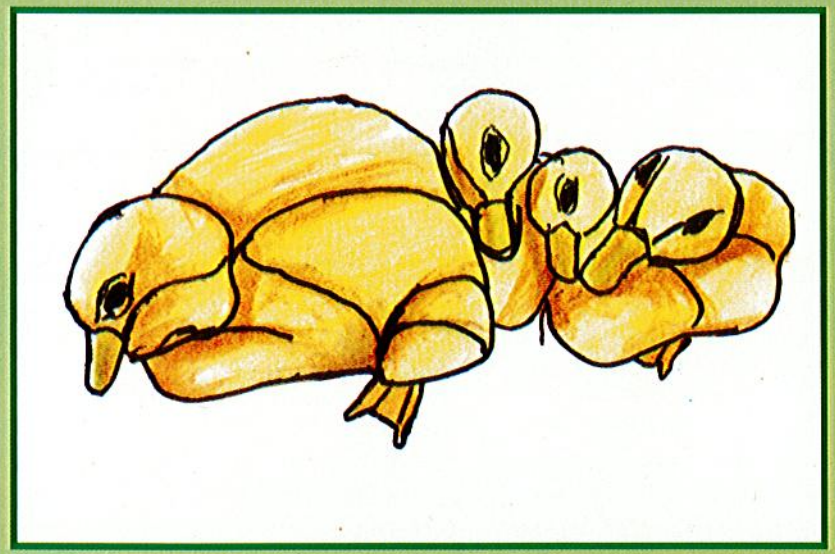

ডাক ভাইরাল হেপাটাইটিস

ডাক ভাইরাল হেপাটাইটিস রোগের লক্ষণ ঃ এই রোগে আক্রান্ত হাঁসের বাচ্চার নিম্নের লক্ষণগুলো দেখা যায়-

১. সাধারণত: তিন সপ্তাহের কম বয়সী হাঁস আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত হাঁসের ছানা চলাফেরা বন্ধ করে দেয় এবং একপার্শ্বে কাত হয়ে পড়ে থাকে। আংশিকভাবে চোখ বন্ধ থাকে।

২. কিছু কিছু ছানা ঈষৎ সবুজ বর্ণের পাতলা পায়খানা করে। খিঁচুনী হয় এবং ঘাড় পিছনে বেঁকে যায়। ১ সপ্তাহের কম বয়সী ছানার মৃত্যুহার প্রায় ৯৫%।

রোগ প্রতিরোধ ঃ এটি একটি ছোঁয়াচে রোগ। মৃত হাঁস মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। আক্রমনের পূর্বেই টিকা প্রদান করতে হবে। টিকাদানকারীকে আক্রান্ত হাঁসের চিকিৎসা করার পর ঐ দিন অন্যকোন বাড়িতে সেবা প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

জীব নিরাপত্তার স্বার্থে যা করা উচিত-০২

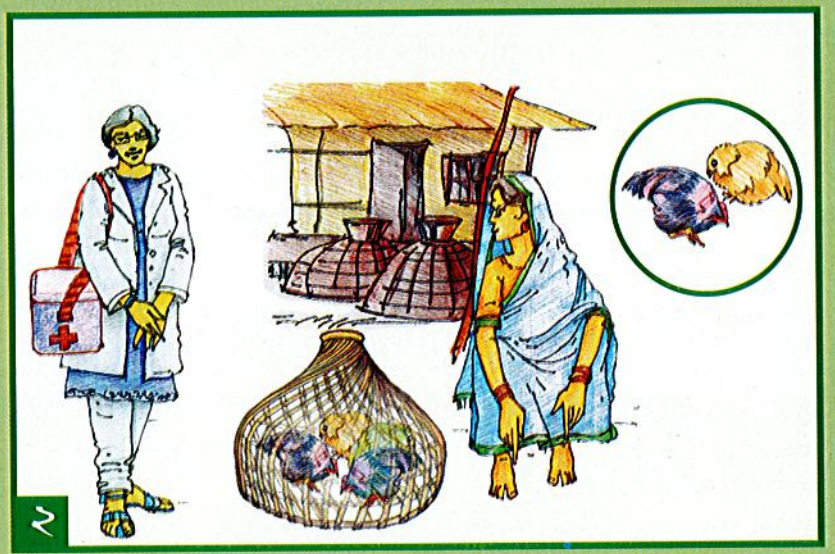

জীব নিরাপত্তার স্বার্থে যা করা উচিত-০২

জীব নিরাপত্তার স্বার্থে যা করা উচিত-০২ ঃ

১. মৃত মুরগীকে চুন মাখিয়ে মাটির নিচে পুঁতে রাখতে হবে যাতে অন্যত্র রোগ না ছড়ায়।

২. অসুস্থ মুরগীর টিকা না দেয়া।

৩. মুরগীর মাংস ও ডিম সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ করে খাওয়া।

৪. মুরগী কোটা বাছার পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়া ও থালাবাসন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।

জীব নিরাপত্তার স্বার্থে যা করা উচিত নয়

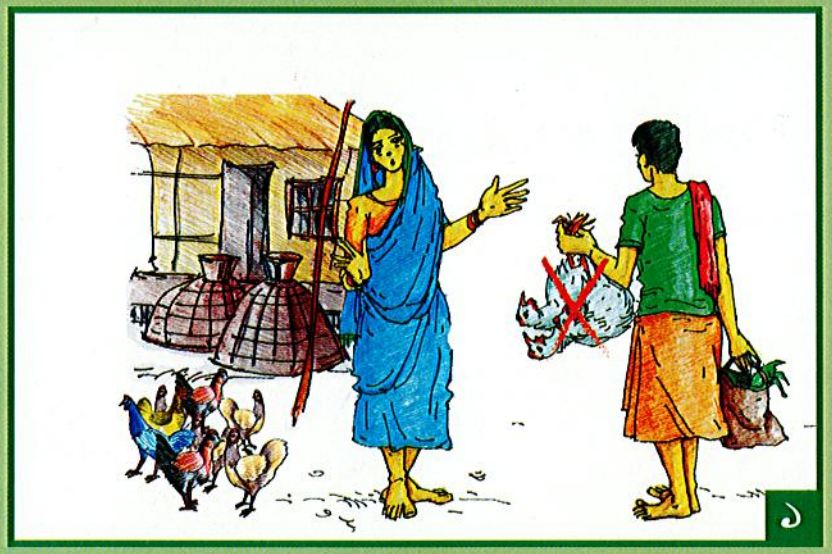

১

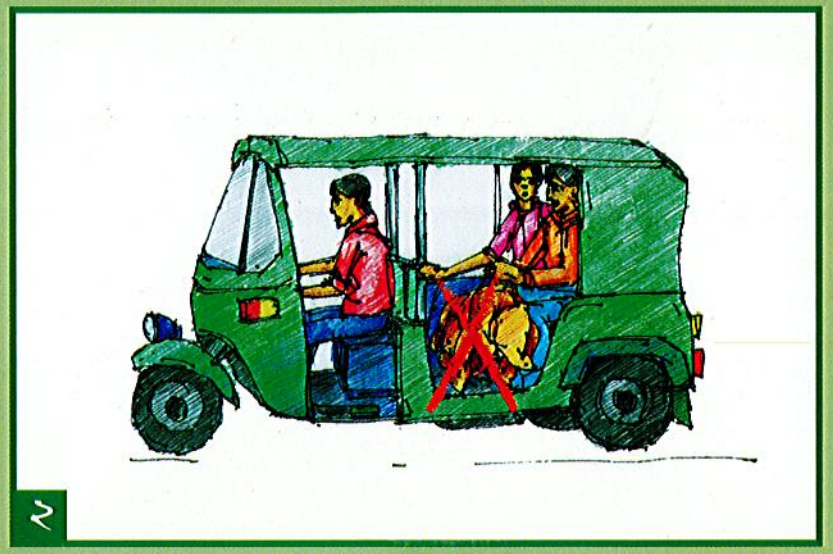

২

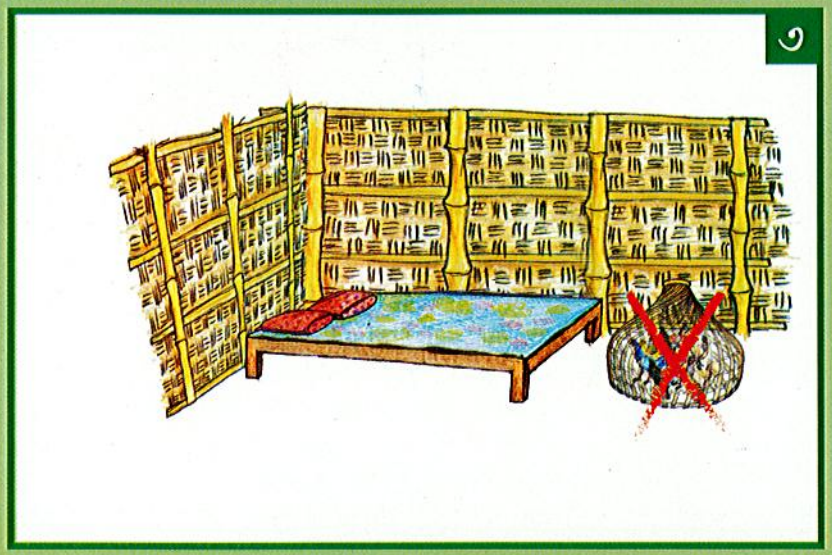

৩

৪

জীব নিরাপত্তার স্বার্থে যা করা উচিত নয়

জীব নিরাপত্তার স্বার্থে যা করা উচিত নয় ঃ

১. বাজার থেকে ফার্মের মুরগী পারিবারিক ভোজনের জন্য ক্রয় করা।

২. মানুষ ও মুরগী একই গাড়িতে বহন করা।

৩. শোবার ঘরে মুরগী রাখা।

৪. মুরগীর বিষ্ঠা সরাসরি গাছে বা ক্ষেতে প্রয়োগ করা।

দলীয় বাজারজাতকরণ

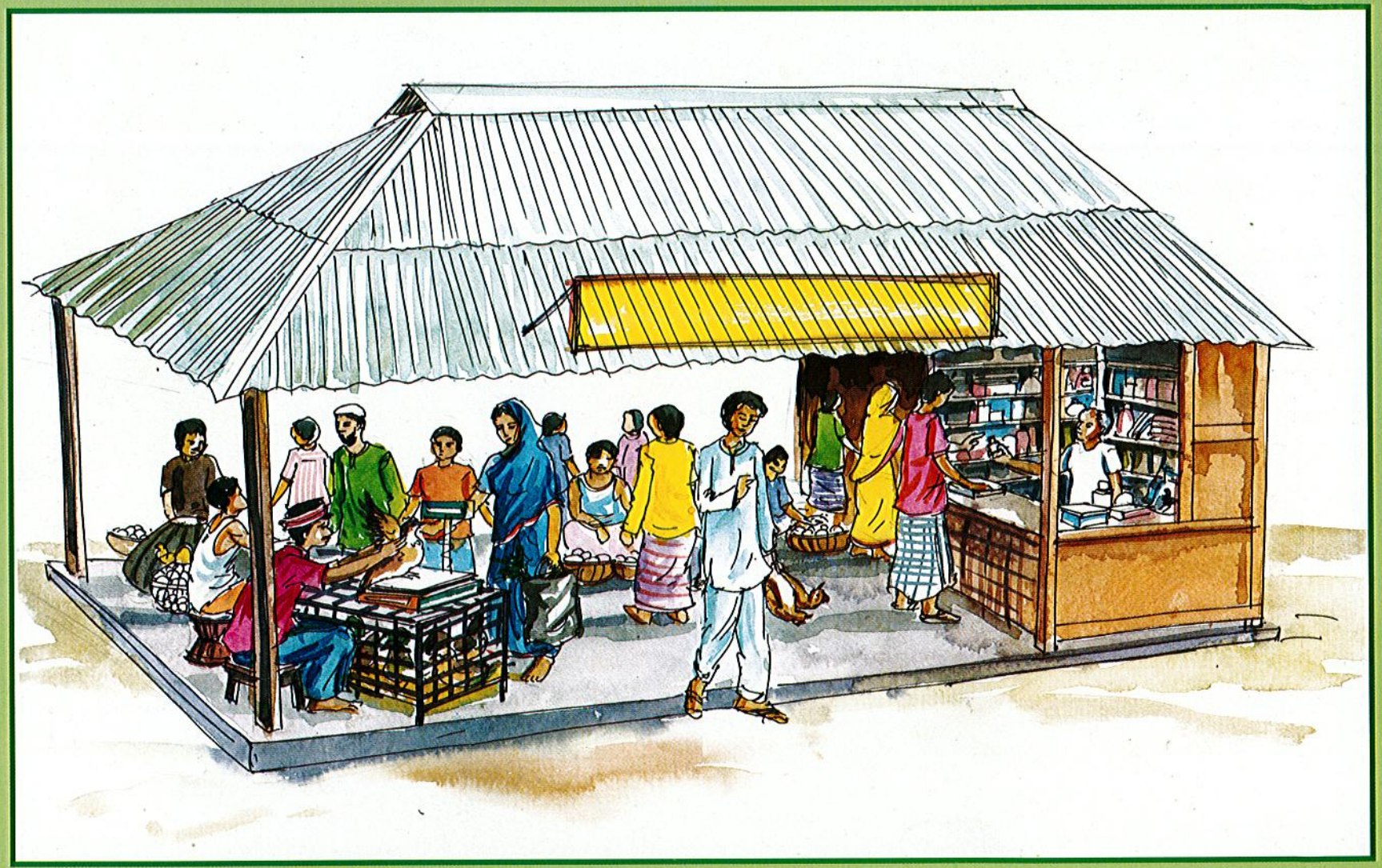

দলীয় বাজারজাতকরণ

দলীয় বাজারজাতকরণঃ দলীয় বাজারজাতকরণের জন্য দল গঠন জরুরী, এজন্য গ্রাম পর্যায়ে একটি ব্যবসা কেন্দ্র বা কালেকশান পয়েন্ট স্থাপন মুরগীর বাজার উন্নয়নে কার্যকরী ভুমিকা রাখে। নিম্নে দলীয় বাজারজাতকরণের সুবিধাসমূহ বর্ণনা করা হলো-

১. বড় বড় ব্যাপারীরা সহজেই একটি স্থানে আসতে সম্মত হয় ফলে মুরগী ও ডিমের চাহিদা বাড়ার পাশাপাশি দামও বৃদ্ধি পায়।

২. ব্যাপারীদের মাঝে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয় ফলে উৎপাদনকারীরা ন্যায্য মূল্য পায়।

৩. দলীয় বাজারজাতকরণে দর কষাকষির একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৪. মুরগী উৎপাদনকারীগণ গ্রামেই মুরগী বিক্রি করতে পারেন ফলে তাদের যাতায়াত খরচ লাগে না।

৫. উৎপাদনকারীদের মাঝে প্রতিযোগিতা তৈরি হয় ফলে তারা মুরগী পালনে মনোযোগী হয় এবং অধিক উপকরণ ক্রয়ে আগ্রহী হয়।

৬. ওজনের মাধ্যমে বিক্রির সুযোগ থাকে ফলে দাম বেশী পাওয়া যায়।

৭. উৎপাদনকারীদের ঠকার সম্ভাবনা থাকে না এবং গ্রামবাসীর মাঝে সৌহার্দ্যের সর্ম্পক তৈরির পাশাপাশি নারীদের ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৮. উৎপাদনকারীদের যোগাযোগ ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা তৈরি হয়।

ARANNAYK FOUNDATION
Conserving forests for the future

যোগাযোগঃ
আরণ্যক ফাউন্ডেশন
বাড়ি # ২১, অ্যাপার্টমেন্ট # ২ ডি
ওয়েস্টার্ন রোড, ডিওএইচএস
বনানী, ঢাকা-১২০৬
www.arannayk.org

মুদ্রণেঃ মুক্তি প্রিন্টার্স
E-mail: muktiprinters@gmail.com
Mob: 01819-230210